বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২১

সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

ভূমিকা

১৯৮০'র দশক হতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রামরু দীর্ঘ ১২ বছর ধরে বৎসর অন্তে অভিবাসনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আসছে। এ বছরেও এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০২১ সালের অভিবাসনের অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেছে। রিপোর্টটি মোট সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে ২০২১ সালের অভিবাসন এবং রেমিটেন্সের চিত্র। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে এ বছরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। তৃতীয় অংশে মূল্যায়ন করা হয়েছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা। চতুর্থ অংশে রয়েছে এ বছরে আইন ও নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে তার বিবরণ। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অংশে রয়েছে আন্তর্জাতিক আইন ও কোভিডে অভিবাসীর সুরক্ষা ও সুশীল সমাজের ভূমিকা। রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং উপসংহারের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে রিপোর্টটি।

১. বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন, ২০২১

১.১ পরিসংখ্যান

শ্রম অভিবাসন ১৯৭০ সাল হতে শুরু হলেও ১৯৭৬ সাল হতে কর্মের উদ্দেশ্যে যারা বিদেশে যাচ্ছেন তাদের তথ্য সংরক্ষণ শুরু হয়।

চিত্র ১.১.১: বাংলাদেশ থেকে ১৯৭৬-২০২১ পর্যন্ত শ্রম অভিবাসন

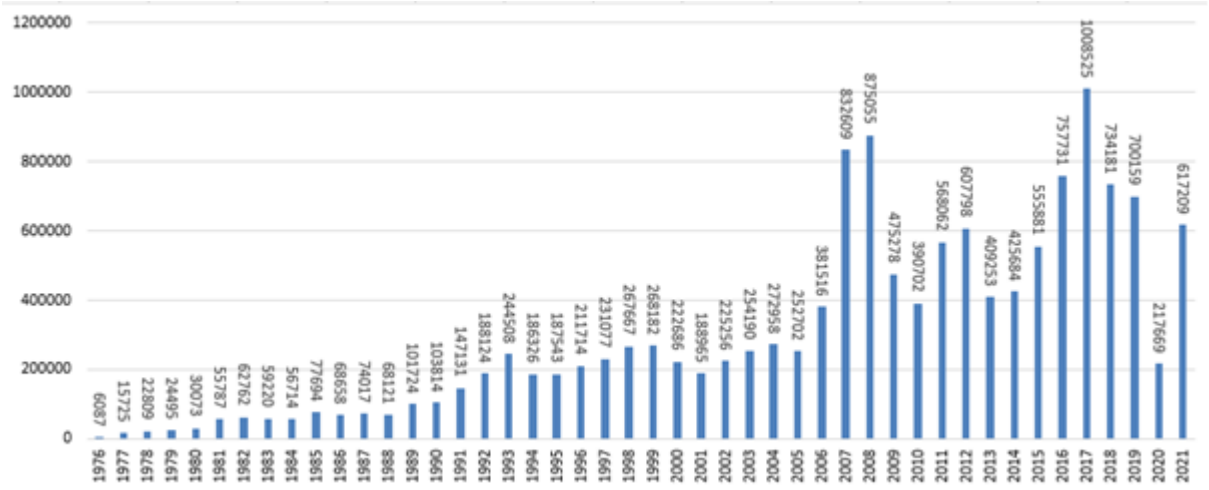

সূত্র: বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

চিত্র ১.১.১ নির্দেশ করে যে ১৯৭৬ সালে, ১০,০০০ জনেরও কম কর্মী বিদেশে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। প্রায় দেড় দশকের শেষে, বার্ষিক শ্রম প্রবাহ ১,০০,০০০ এ পৌঁছেছে (১৯৮৯)। ১৯৭৬ হতে এ পর্যন্ত ১,৩৬,৩৪,১৬১ লোক অভিবাসিত হয়েছেন, এ কথার মানে এই নয় যে, তারা সবাই এখনও বিদেশে কর্মরত আছেন। এদের অনেকেই কাজ সেরে দেশে ফেরত এসেছেন। সম্প্রতি আইওএম (IOM) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী মিলিয়ে মোট ৭৪ লক্ষ বাংলাদেশী বিদেশে অবস্থান করছেন।

সাম্প্রতিক প্রবাহ: ২০২০ সালের মার্চ থেকে, বিশ্ব সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সংকট, কোভিড-১৯ এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সমাজের সকল ক্ষেত্র এবং প্রায় সব দেশের অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আইওএম-এর হিসেব অনুযায়ী ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসীর সংখ্যা ২ মিলিয়ন কমে গিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী চলাচল নিয়ন্ত্রণের কারণে আকাশপথে যাত্রীর সংখ্যা ৬০ শতাংশ কমে গিয়েছে। ২০১৯ সালে যাত্রী সংখ্যা ছিল ৪.৫ বিলিয়ন, ২০২০ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় ১.৮ বিলিয়ন। বাংলাদেশেও এর প্রতিফলন ঘটে। ২০২০ সালে, ২,১৭,৬৯৯ বাংলাদেশী কর্মী কাজের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১,৮১,২১৮[১] জন কর্মী ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ-এর মাঝে অভিবাসিত হন। লকডাউনের কারণে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত স্থবির হয়ে পড়ে। ২০২০ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৩৬,৪১৩[২] জন বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন করেছিলেন। ২০২০ সালে সামগ্রিকভাবে অভিবাসনের প্রবাহ আগের বছরের তুলনায় ৬৯ শতাংশ কম ছিল। আনুমানিকভাবে, ১,০০,০০০ নতুন কর্মী যারা কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের আগে অভিবাসন করার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল, তারা এই অতিমারির কারণে অভিবাসন করতে পারেননি। ২০২১ সালে মোট ৬,১৭,২০৯ জন বাংলাদেশী কর্মের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। আগের বছরের (২০২০) তুলনায় ২০২১ সালে অভিবাসন বেড়েছে ১৮৩.৬ শতাংশ।

চিত্র ১.১.১ দেখায় যে, ১৯৭৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৩,৬৩৪,১৬১ জন কর্মী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এটি অভিবাসীদের মোট স্টককে তুলে ধরে। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে একই সংখ্যক অভিবাসী বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। স্বল্পমেয়াদী শ্রম অভিবাসনের চুক্তি অনুযায়ী, অভিবাসীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়। অনেক অভিবাসীই যতদিন সম্ভব সেখানে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ফিরে আসতে হয়। কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে বিদেশ যাওয়া অভিবাসীর সংখ্যা হতে মূল লক্ষ্য ফিরে আসা অভিবাসীর সংখ্যার উপরে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিএমইটি অতিমারি হওয়ার আগ পর্যন্ত ফিরে আসা অভিবাসীদের বিষয়ে কোনো তথ্য সংরক্ষণ করেনি। অতিমারি প্রাদুর্ভাবের পরে স্বাস্থ্য বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল বলে সরকার ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ফিরে আসা অভিবাসীদের নথি সংরক্ষণ শুরু করে। বিএমইটি'র নথি অনুযায়ী, ২০২০ সালে অতিমারি চলাকালীন সময়ে মোট ৪,০৮,০০০[৩] জন অভিবাসী দেশে ফেরত এসেছিল। এটি নির্দেশ করে যে, অতিমারি চলাকালীন চাকরি হারানোর হার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ২০২০ সালে, অভিবাসীদের ফিরে আসার হার আগের বছরগুলোর তুলনায় ৮ গুণ বেশি ছিল। ২০২১ সালে ফেরত আসা অভিবাসীদের তথ্য জানা যায়নি। তবে নভেম্বরের ২২ তারিখ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আউটপাস নিয়ে ফেরত আসা কর্মীর সংখ্যা ৬৪,৬৪৬ জন। এদের ৬০,১৯৯ জন পুরুষ এবং ৪,৪৪৭ জন নারী[৪]।

[1] BMET Website (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction)

[2] BMET Website (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction)

[3] Statistics of returning migrants from 1st April to 31 December 2020, Welfare Desk, Hazrat Shahjalal International Airport

[4] স্মার্টকার্ড নিয়ে বহির্গমন অ আউটপাস নিয়ে ফেরত কর্মীর পরিসংখ্যান -২০২১, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

১.৩ নারী অভিবাসন

২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ নারী শ্রমিকদের অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ফলে, নারী অভিবাসীর অনুপাত ছিলো মোট অভিবাসীদের এক শতাংশেরও কম। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর থেকে নারী অভিবাসনের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৬ সাল নাগাদ, বাংলাদেশ থেকে মোট শ্রম প্রবাহের ১৬ শতাংশই ছিল নারী শ্রমিক।[৫] ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত, ১,০০,০০০ এরও বেশি নারী শ্রমিক বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য অভিবাসন করেছেন। ২০২১ সালে, মোট ৮০,১৪৩ জন নারী শ্রমিক কাজের জন্য বিদেশে গেছেন। ২০২০ সালের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নারী অভিবাসনের সংখ্যা ২০২১ সালে ৩.৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০২০ সালে ছিল ২১,৯৩৪)। এই পরিসংখ্যানটিকে একটি নিয়মিত বছরের (২০১৯) চিত্রের সাথে তুলনা করলে নারী অভিবাসন প্রকৃতপক্ষে ২৩.৫ শতাংশ (২০১৯ সালে ছিল ১,০৪,৭৮৬) হ্রাস পায়।

১.৪ কাজে যোগদান এবং প্রত্যাবর্তন

২০২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৬,১৭,২০৯ জন অভিবাসী বিদেশে কাজে যোগদান করেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরবেই কাজে যোগদান করেন ৪,৫৭,২২৭[৬] জন।

১.৫ গন্তব্য দেশ

চিত্র ১.৫.১ গন্তব্য দেশগুলোতে (২০০১ থেকে ২০২১) বাংলাদেশী অভিবাসীদের শতাংশের বন্টন দেখায়। বিএমইটি ডাটাবেসে যদিও ১০০ টির বেশি দেশের নাম গন্তব্য দেশ হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে, তবে অভিবাসন মূলত অল্প কিছু দেশেই বেশি হয়। নিম্নলিখিত দেশে কর্মীদের সংখ্যা বেশি। এগুলো হলো, সৌদি আরব, ওমান, সিঙ্গাপুর, কাতার, মালয়েশিয়া, বাহরাইন ইত্যাদি। ২০০১ এবং ২০০২ সালে, প্রায় ৭৩ শতাংশ অভিবাসী সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে সৌদি আরবে অভিবাসন কমতে শুরু করে। ২০১০ সালে তা নেমে আসে ২ শতাংশে। ২০১৬ সাল থেকে আবার সৌদি আরবে অভিবাসন বাড়তে থাকে। কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালে, সৌদি আরব সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ এবং নারী অভিবাসী গ্রহণ করেছে, এর পরের দেশটি হলো ওমান। মোট অভিবাসীর প্রায় ৮৩ শতাংশ (৫,১২,২৩৬ কর্মী) এই দুটি দেশে অভিবাসন করেছেন। অন্যান্য গ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (২৯,২০২ কর্মী, ৫ শতাংশ, তৃতীয় বৃহত্তম), সিঙ্গাপুর (২৭,৮৭৫ কর্মী, ৫ শতাংশ, চতুর্থ বৃহত্তম), জর্ডান (১৩,৮১৬ কর্মী, ২ শতাংশ, পঞ্চম বৃহত্তম), কাতার (১১,১৫৮ কর্মী, ২ শতাংশ, ষষ্ঠ বৃহত্তম) এবং বাংলাদেশী অভিবাসীদের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য দেশ হলেও তবে, ২০২০ এবং ২০২১ সালে এই দেশে খুব কমই অভিবাসন ঘটেছিল। অতিমারি চলাকালে সৌদি আরবের শ্রমবাজার চালু না থাকলে, বাংলাদেশের শ্রমবাজার বড় ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো।

---

[5] রামরু শ্রম অভিবাসনের গতি প্রকৃতি বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

[6] http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=24

চিত্র ১.৫.১: ২০২১ সালে বাংলাদেশী অভিবাসীদের গন্তব্য দেশসমূহ

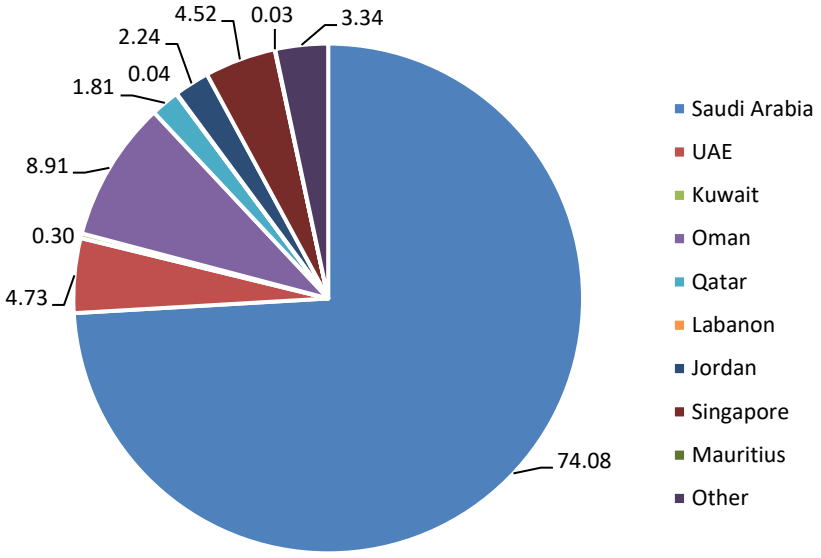

সূত্র: বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

নারীকর্মীরা অল্প কিছু দেশেই অভিবাসিত হয়ে থাকেন। প্রায় ৬৮ শতাংশ (৫৩,০৮২ কর্মী) নারী শ্রমিক সৌদি আরবে অভিবাসন করেছেন। এই প্রবণতা গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে। ২য় বৃহত্তম প্রবাহ ছিল জর্ডানে ১৭ শতাংশ (১৩,৬৪৩ কর্মী), তৃতীয় বৃহত্তম ওমানের ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ (১০,০৩৫), চতুর্থ বৃহত্তম কাতারের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ (১,৯৯৭) এবং ৫ম বৃহত্তম সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ (৭৭৭ কর্মী)।

চিত্র ১.৫.২: ২০২১ সালে বাংলাদেশী নারী অভিবাসীদের গন্তব্য দেশসমূহ

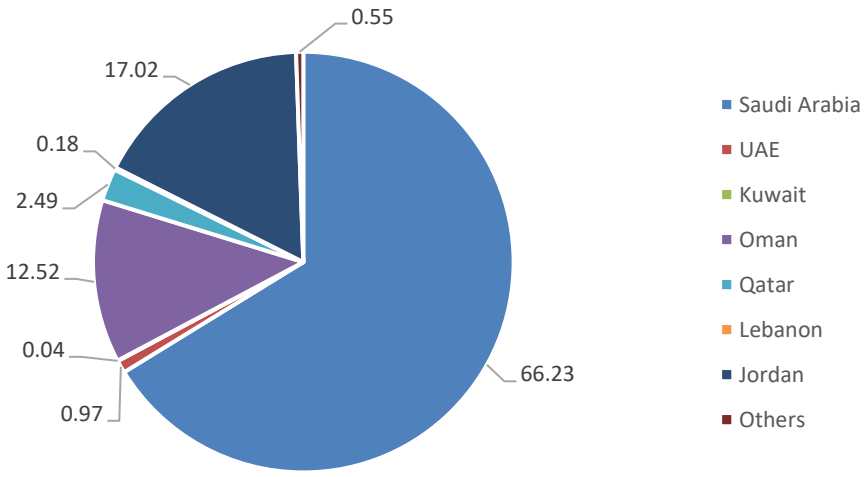

বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

১.৬ উৎস এলাকাসমূহ

বাংলাদেশের কয়েকটি উৎস এলাকা রয়েছে যেখান থেকে অভিবাসন বেশি হয়। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫০ শতাংশ অভিবাসন হয় ১০টি জেলা থেকে। এগুলো হলো কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, ঢাকা ও লক্ষ্মীপুর। ২০২১ সালে, কুমিল্লা জেলা থেকে সর্বাধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক অভিবাসন ঘটেছে (১১.৩৩ শতাংশ)। যা গত বছরের তুলনায় সামান্য বেশি (১১ শতাংশ)। মোট অভিবাসনের ৭.৪৮ শতাংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঘটে। ৪.৪৮ শতাংশ ঘটে চাঁদপুর হতে। টাঙ্গাইল জেলা হতে ৪.১৭ শতাংশ কর্মী অভিবাসিত হয়েছেন। কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা হতে পৃথকভাবে অভিবাসন ঘটে প্রায় ৪ শতাংশ। ২০২০ সালে তৃতীয় বৃহত্তম অভিবাসী প্রেরণকারী জেলা ছিল চট্টগ্রাম (৫.২৬ শতাংশ)। ঢাকা ও লক্ষ্মীপুর হতে যথাক্রমে ৩.৭১% এবং ৩.২৫% শতাংশ অভিবাসনের প্রবাহ ছিল।

চিত্র ১.৬.১: ২০২১ সালে বাংলাদেশী অভিবাসীদের উৎস এলাকাসমূহ

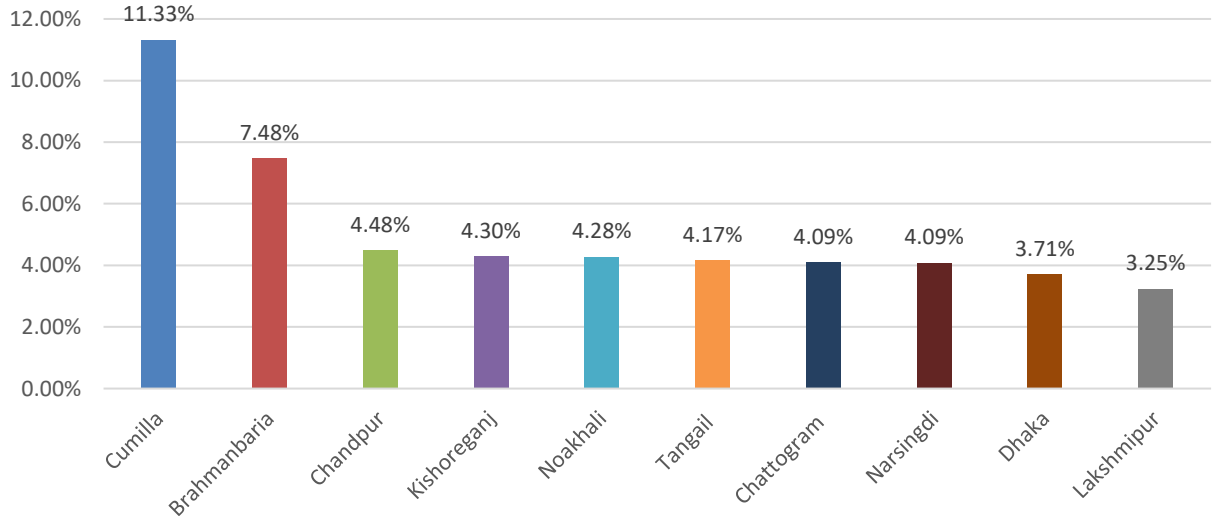

বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

১.৭ দক্ষতা

বিএমইটি অভিবাসী শ্রমিকদের ৪ ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করে থাকে। এগুলো হলো-পেশাদার, দক্ষ, অর্ধ-দক্ষ এবং কম দক্ষ। বাংলাদেশ থেকে পেশাজীবীদের অভিবাসন ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। ২০২০ সালে, মাত্র ১ শতাংশ কর্মী পেশাদার শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ২০২১ সালে এই সংখ্যাটি ০.১৪ শতাংশে নেমে আসে। কোভিড-১৯ কিছু নির্দিষ্ট দক্ষতার ক্ষেত্রে অভিবাসনের সুযোগ তৈরি করেছে। দক্ষ কর্মীদের অভিবাসন হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি দ্বারা বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ অতিমারি দ্বারা সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগটি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়নি।

চিত্র ১.৭.১: ২০২১ সালে বাংলাদেশী অভিবাসীদের দক্ষতা গঠন

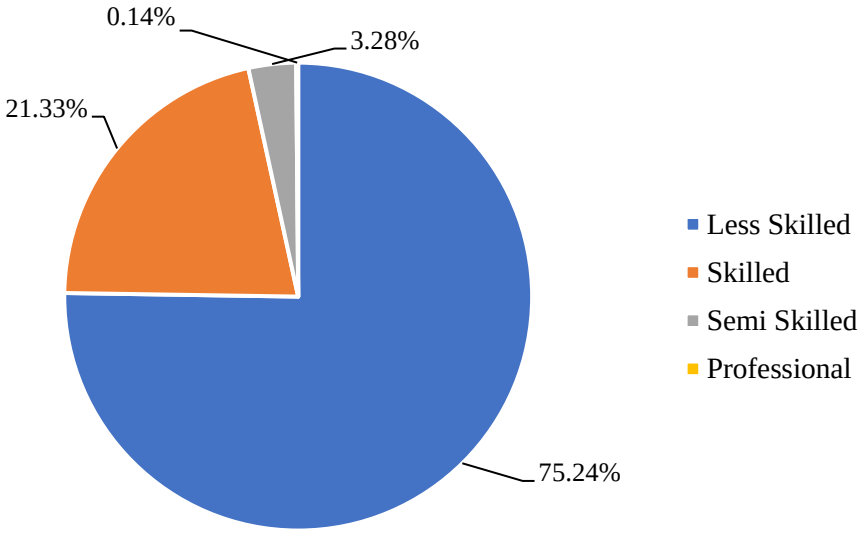

বিএমইটি ডাটা থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে

২০২১ সালে, ২১.৩৩ শতাংশ দক্ষ কর্মী হিসেবে অভিবাসিত হয়েছিলেন, যা ২০১৯ সালে ছিল ৪৪ শতাংশ (২,৫২,৮৬২ কর্মী)। ২০২১ সালে অর্ধ-দক্ষ কর্মীদের নিম্নগামী হবার প্রবণতা দেখা যায় (৩.২৮ শতাংশ); যা ২০১৯ সালে ছিল ১৪ শতাংশ (২৭,০০৭ কর্মী)। স্বভাবতই কম দক্ষ কর্মীর শতাংশও বহুগুণ বেড়েছে। এটি ২০১৯ সালে ৪১ শতাংশ (৩,৭৭,১০২ কর্মী) থেকে ২০২১ সালে ৭৫.২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (চিত্র ১.৭.১)। কম দক্ষ শ্রমিকদের ওয়ার্ক পারমিটের একটি বড় অংশ বিভিন্ন গন্তব্য দেশে কর্মরত ব্যক্তি বা অভিবাসীর আত্মীয়দের দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই "ফ্রি ভিসা"। যারা এ ধরণের ভিসা গ্রহণ করেন তাদের সামান্য আইনি সুরক্ষা থাকে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ২০২১ সালে কর্মীদের ভিসা সংগ্রহের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর খুব বেশি ভূমিকা নেই। দক্ষ কর্মীদের অভিবাসন হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি দ্বারা বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ অতিমারি দ্বারা সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগটি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়নি।

১.৮ রেমিট্যান্স প্রবাহ

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের তথ্য রাখে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসেব মতে, ২০২২-এ এসেছে বাংলাদেশ রেমিট্যান্স গ্রহণে ৮ম। এই তথ্য ১৯৭৬ থেকে পাওয়া যায়। সে বছর বাংলাদেশে রেমিট্যান্স হিসেবে ২৩.৭১ মিলিয়ন ইউএস ডলার এসেছিল। ১৯৯৩ সালে, রেমিট্যান্সে ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছুঁয়েছে এবং ২০০৯ সালের মধ্যে, এই সংখ্যা ১০ বিলিয়নে ইউএস ডলারে পৌঁছেছিল। সারণি ২.৬.১ রেমিটেন্স প্রবাহের শতাংশ বৃদ্ধি এবং হ্রাস দেখায়। গত বিশ বছরে, শুধুমাত্র ২০১৩, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে, বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি ছিল নেতিবাচক। অন্যান্য বছরগুলোতে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবণতা ছিল ঊর্ধ্বমুখী। ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০-এ রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ২০১৮ সালে অভিবাসীরা ১৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে প্রেরণ করে। প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫ শতাংশ। ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮ শতাংশ (১৮.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। একই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অভিবাসীদের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং হ্রাস সরাসরি রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি বা হ্রাসে অবদান রাখে না। ২০০৫ সালে, অভিবাসন ৭ শতাংশ কমেছে কিন্তু

রেমিটেন্স বেড়েছে ১৯ শতাংশ। আবার ২০০৯ সালে, অভিবাসন ৪৬ শতাংশ হ্রাস পেলেও সে বছর রেমিট্যান্স ১৯ শতাংশ বেড়েছে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে, যখন অভিবাসনের প্রবাহ দুই বছর ধরে হ্রাস পেতে থাকে তখন এর প্রভাব রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রতিফলিত হয়।

সারণি ১.৮.১: বিগত বছরগুলোয় অভিবাসী কর্মীদের সংখ্যা এবং রেমিটেন্স প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি (২০০১-২০২১)

বছর	অভিবাসীর সংখ্যা	বৃদ্ধি/হ্রাসের শতাংশ	রেমিটেন্স (মার্কিন ডলার)	বৃদ্ধি/হ্রাসের শতাংশ
২০০১	১৮৯০৬০		২০৭১.০	
২০০২	২২৫২৫৬	১৯.২	২৮৪৭.৮	৩৭.৫
২০০৩	২৫৪১৯০	১২.৮	৩১৭৭.৬	১১.৬
২০০৪	২৭২৯৫৮	৭.৪	৩৫৬৫.৩	১২.২
২০০৫	২৫২৭০২	-৭.৪	৪২৪৯.৯	১৯.২
২০০৬	৩৮১৫১৬	৫১.০	৫৪৮৪.১	২৯.০
২০০৭	৮৩২৬০৯	১১৮.২	৬৫৬২.৭	১৯.৭
২০০৮	৮৭৫০৫৫	৫.১	৮৯৭৯	৩৬.৮
২০০৯	৪৭৫২৭৮	-৪৫.৭	১০৭১৭.৭	১৯.৪
২০১০	৩৯০৭০২	-১৭.৮	১১০০৪.৭	২.৭
২০১১	৫৬৮০৬২	৪৫.৪	১২১৬৮.১	১০.৬
২০১২	৬০৭৭৯৮	৭.০	১৪১৬৪.০	১৬.৪
২০১৩	৪০৯২৫৩	-৩২.৭	১৩৮৩২.১	-২.৩
২০১৪	৪২৫৬৮৪	৪.০	১৪৯৪২.৬	৮.০
২০১৫	৫৫৫৮৮১	৩০.৬	১৫,২৭১.০	২.২
২০১৬	৭৫৭৭৩১	৩৬.৩	১৩৬০৯.৮	-১০.৯
২০১৭	১০০৮৫২৫	৩৩.১	১৩৫২৬.৮	-০.৬
২০১৮	৭৩৪১৮১	-২৭.২	১৫৪৯৭.৭	১৪.৬
২০১৯	৭০০১৫৯	-৪.৬	১৮৩৫৪.৯	১৮.৪
২০২০	২১৭৬৬৯	-৬৮.৯	২১৭৫২.৩	১৮.৫
২০২১	৬১৭২০৯	১৮৩.৬	২২,০৬৩.৮	১.৪

সূত্র: বিএমইটি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

চিত্র ১.৮.১: ২০০১-২০২১ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ

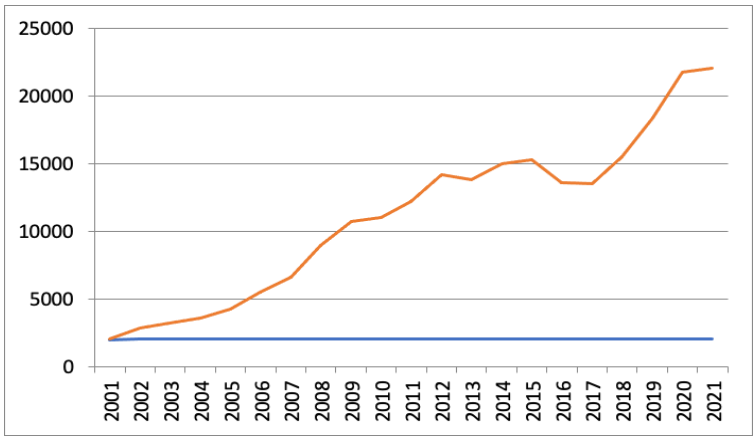

সূত্র: বিএমইটি তথ্য থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

বাংলাদেশী অভিবাসীরা ২০২০ সালে ২১.৭৫[৭] বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে প্রেরণ করেছে। এটি সে বছরের প্রবাহে ১৮.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে এবং এটি এ বছরের প্রবাহে ১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। আগের বছরের মতো এবারও সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে (৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এটি মোট রেমিটেন্স প্রবাহের ২৩.১ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ- ১৫.৯ শতাংশ রেমিট্যান্স আসে (৩.৫ বিলিয়ন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে, তারপরে সংযুক্ত আরব আমিরাত ৮.৫ শতাংশ (১.৮ বিলিয়ন), যুক্তরাজ্য ৮.৫ শতাংশ (১.৮ বিলিয়ন) এবং সবশেষে ৫.২ শতাংশ (১.১ বিলিয়ন) রেমিট্যান্স আসে ওমান হতে।

সারণী ১.৮.২: ২০২১ সালে কর্মসংস্থানের দেশ অনুসারে রেমিট্যান্স প্রবাহ

দেশ	ইউএসডলার (মিলিয়ন)	%
বাহরাইন	৫৪১.০	২.৫
কুয়েত	১,৭৮৭.৪	৮.১
ওমান	১,১৪৬.৭	৫.২
কাতার	১,৪৬০.৮	৬.৬
সৌদি আরব	৫,০৮৭.৭	২৩.১
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১,৮৮২.২	৮.৫
ইতালি	৮৮৬.৭	৪.০
মালয়েশিয়া	১৩৭৭.২	৬.২
সিঙ্গাপুর	৪৮১.১	২.২
যুক্তরাজ্য	১,৮৮৪.১	৮.৫
যুক্তরাষ্ট্র	৩৫০৭.৪	১৫.৯
অন্যান্য	২০২১.৮	৯.২
মোট	২২,০৬৩.৮	১০০.০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে রামরু কর্তৃক প্রস্তুত

২০২০ এবং ২০২১ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ অনুমান করা হয়েছে। সরকার অভিবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করতে ২ শতাংশ প্রণোদনা দিয়েছে। ২০২০-২০২১ বাজেটে এই প্রণোদনা অব্যাহত ছিল। কিছু কিছু ব্যাংক সরকারি প্রণোদনার উপরে আরও অতিরিক্ত ১ শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে।

সিদ্দিকী (২০২১) কাজের ভিসা কেনার জন্য হুন্ডির চাহিদা সে বছরে ছিল না। যদি ভিসা প্রতি নিয়োগকর্তা ৩,০০০ ডলার চার্জ করে থাকেন, তবে ২০২০ সালে, নিয়োগকারী সংস্থাগুলি দ্বারা ভিসা কেনার জন্য হুন্ডি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১৪৪,৬৯,৯৩,০০০ ডলার গ্রহণ করতে হয়নি। হুন্ডির চাহিদা কমে যাওয়ায় অনেকটা রেমিট্যান্স বৈধ পথে এসেছে। এছাড়া কোভিড-১৯ এর কারণে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী ফিরে এসেছেন। সব

[7] https://www.bb.org.bd/econdata/wageremitance.php

সম্ভাবনায় তারা গন্তব্য দেশগুলিতে তাদের যা কিছু সম্পদ ছিল তা যতটুকু সম্ভব নিয়ে এসেছেন। ২০২১ সালে, গন্তব্য দেশগুলিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম গতি পেতে শুরু করার ফলে সীমিত পরিসরে কর্মী নিয়োগ শুরু হয় এবং এর ফলে হুন্ডির মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক লেনদেনের চাহিদা শুরু হয়। এর ফলে ২০২০ সালের তুলনায় বৈধ পথের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহের সামান্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

২. অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

২.১ মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সমঝোতা

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের মালয়েশিয়া প্রান্তের সকল খরচ নিয়োগকর্তা বহন করবেন; যেমন: মালয়েশিয়া যাবার বিমান ভাড়া, রিক্রুটিং এজেন্সি নিয়োগ, কর্মে নিয়োজন, আবাসন, কর্মীর ইমিগ্রশন ও ভিসা ফি, কোভিড পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টাইনের খরচ, নিজ দেশে ফেরত যাবার খরচ ইত্যাদি।[৮] সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নিয়োগকর্তা নিজ খরচে মালয়েশিয়ান রিক্রুটিং এজেন্ট নিযুক্ত করতে পারবেন এবং কর্মীর মানসম্মত চিকিৎসা, বীমা, আবাসন ও কল্যাণ নিশ্চিত করবেন। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী বাংলাদেশী নাগরিক মালয়েশিয়ায় শ্রমিক হিসেবে আবেদন করতে পারবেন। স্মারকটির অধীনে মালয়েশিয়া সরকার দক্ষ এবং আধা-দক্ষ শ্রমিক নেয়ার কথা জানিয়েছে। তবে অভিবাসনপ্রত্যাশী কর্মীদের ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়োগকর্তা ঘোষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে, যার মধ্যে মালয় ভাষা শিক্ষা, ন্যূনতম ইংরেজি জ্ঞান অর্থাৎ সাইন/চিহ্ন দেখে পড়তে পারার যোগ্যতা, বাংলাদেশে প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা, কোন অপরাধ রেকর্ড না থাকা অন্যতম। মূলত কৃষি, অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্প, খনি, গৃহকর্ম, বাগান, পরিচ্ছন্নকর্মী- এ সমস্ত খাতে কর্মী গ্রহণ করা হবে।[৯] অভিবাসী কর্মীরা এই স্মারকের অধীনে সপ্তাহে ১ দিন ছুটি (বিশ্রামের দিন) পাবেন এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে ওভারটাইম পাবেন। বিশ্রামের দিন এবং পাবলিক ছুটির দিনে কাজের জন্য মালয়েশিয়ার আইন অনুযায়ী আলাদা হারে বেতন পাবেন (সর্বনিম্ন বেতন ১২০০ রিঙ্গিত বা ২৪,৪২০ টাকা)।[১০] স্মারক স্বাক্ষরিত হবার পর বিমান ভাড়াসহ অন্যান্য খরচ নিয়োগকর্তা বহন করবেন বিধায় মালয়েশিয়ায় অভিবাসন ব্যয় আগের নির্ধারিত ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা থেকে অনেক কমে আসবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।[১১]

২.২ অভিবাসী ও কোভিড -১৯ এর টিকা

কোভিড মহামারী মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এ বছর বিশ্বব্যাপী টিকা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০২১ এর জুলাই মাস থেকে স্বল্প পরিসরে সৌদি আরব ও কুয়েতগামী অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিশেষ টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু টিকা নিবন্ধনের জটিলতা ও উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অভিবাসীরা এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষতি, যাত্রাপথে ভোগান্তি এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াসহ বিভিন্নরকম সমস্যার মুখোমুখি

[৮] প্রেস রিলিজ, ১৯ডিসেম্বর, ২০২১।
[৯] https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/630634/
[১০] https://sarabangla.net/post/sb-626137/
[১১] https://sangbadsarabela.com/business/article/767/

হয়েছেন।[১২] পরবর্তীতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'আমি প্রবাসী' ও 'সুরক্ষা' অ্যাপের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বিশেষ নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করে।[১৩]

অভিবাসীদের জন্য কোভিড-১৯'র টিকা কার্যক্রমের ওপর রামরু আয়োজিত 'অভিবাসীর আদালত'-এর ৬৪-তম পর্বটি প্রচারের পর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি করোনা টিকা কার্যক্রমের সংকট কমাতে দেশের সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) এবং ০৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনলজি (আইএমটি)-তে অভিবাসী-কর্মীদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এ সমস্ত হেল্প ডেস্কগুলোর মাধ্যমে বিদেশ প্রত্যাগত, বিদেশে গমনেচ্ছু এবং বিদেশগামী সকল কর্মীদের টিকাদান নিবন্ধনে সহায়তা এবং তথ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।[১৪] নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ৫.৮৭ লাখ অভিবাসী কর্মী কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণ করেছেন।[১৫]

২.৩ কোভিড -১৯ এবং শ্রমবাজার

দীর্ঘদিন পর সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভিজিট ভিসার পাশাপাশি আবার কর্ম ভিসা প্রদান শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২১-এ দুবাই সরকার বাংলাদেশে আটকে পড়া অভিবাসী, যাদের ভিসার মেয়াদ আছে এবং সম্পূর্ণ ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদের সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছে।[১৬] ২০২২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাজার আবার ভালভাবে সচল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অক্টোবর ২০২১-এ রোমানিয়া সফর শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, দেশটি ৪০ হাজার বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী নেবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ১,০০০ বাংলাদেশী কর্মী অভিবাসিত হয়েছেন।[১৭] বর্তমানে রোমানিয়ার জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অর্ধশত শ্রমিক প্রেরণের প্রক্রিয়া চলছে। দীর্ঘ ৫ বছর বন্ধ থাকার পর ইতালিতে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগ শুরু হয়েছে।[১৮] কোভিড-১৯ এর নাজুক সময়ে বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য সরকার নতুন শ্রমবাজার উন্মোচিত করতে এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশ উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং হংকং-এর সাথে আলাপ আলোচনা চালু রাখে। সরকারের প্রতিনিধিদের মতে এ সমস্ত দেশে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় বেতন এবং শ্রমিকদের অধিকারের পরিস্থিতি ভাল। জাপান ২০২৫ সাল পর্যন্ত জাপানিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দখল আছে এমন পাঁচ লাখ কর্মী সারা বিশ্ব থেকে সংগ্রহ করবে। ২০১৯ সালে জাপান-বাংলাদেশ সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। ফলে জাপানি কোম্পানি বাংলাদেশ হতে কর্মী নির্বাচন করে, ভাষা শিক্ষা দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের করাখানায় কাজে নিয়োগ দিচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়াও ভাষা ও দক্ষতা তৈরি করে, খরচ দিয়ে বাংলাদেশের কর্মী নিচ্ছে। বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় কাজের জন্য ইপিএস নামে বিশেষ ভিসা চালু রয়েছে।[১৯]

---

[12] www.bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1908958.bdnews
[13] www.dailyinqilab.com/article/396153/
[14] www.rmmru.org/newsite/
[15] স্মরণিকা ২০২১, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
[16] www.bangla.bdnews24.com/probash/article1938831.bdnews
[17] www.bd-pratidin.com/minister-spake/2021/10/14/701460
[18] www.fns24.com/article/222327/
[19] www.bbc.com/bengali/news-55746847

এ বছর মরিশাসে বেকারি খাতে এবং সিসেলস্-এ কৃষি খাতে কর্মী অভিবাসিত হয়েছেন। তবে এদের সংখ্যা এখন খুবই কম। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিসেলস্-এ ৫ জন শ্রমিক এবং হংকং-এ ২ জন শ্রমিক গেছেন।[২০] বোয়েসেল, ক্রোয়েশিয়ার একটি এজেন্সির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। মন্ত্রণালয় অস্ট্রেলিয়ার কিছু এজেন্সির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের চেষ্টা করছে।[২১]

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব্রুনাইয়ে বিগত দুই বছর যাবত অভিবাসী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় দেশটিতে কর্মী সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ব্রুনাই সরকার বাংলাদেশ থেকে বোয়েসেলের মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে কর্মী নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দালাল চক্রের প্রতারণা বন্ধ করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ সম্পন্নের উপযুক্ত প্রমাণ নিশ্চিত করলেই কেবল ব্রুনাই বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে।

২.৪ অভিবাসীদের এককালীন অনুদান

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ২০২১ সালে কিছু নতুন শর্ত আরোপ করে; যার ফলে বাংলাদেশী অভিবাসীরা সাময়িক সংকটের মুখোমুখি হন। মে, ২০২১-এ সৌদি আরব সরকার জানায় যে, করোনার ভাইরাসের টিকা দেওয়া হয়নি এমন কেউ সৌদি আরবে প্রবেশ করতে চাইলে অবতরণের পর তাকে নিজ খরচে সাত দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন করতে হবে। বাধ্যতামূলক এই কোয়ারেন্টাইন ব্যয়বহুল। রিক্রুটিং এজেন্সির মুখপাত্রদের মতে হোটেলে কোয়ারেন্টাইন করতে প্রত্যেক অভিবাসীর গড়ে ৬০-৭০ হাজার টাকা খরচ হবে।[২২] এছাড়া অনলাইনে হোটেল বুকিং দেওয়া নিয়েও অনেক অভিবাসী বিপদে পড়েন। সংকট নিরসনে সৌদি আরবগামী অভিবাসী শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের হোটেল বুকিং খরচ বাবদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে ২৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকি প্রদান করে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ পর্যন্ত ১০,৮৫৩ জন অভিবাসী কর্মী এই খাত থেকে মোট ২৭,১৩,২৫,০০০ টাকা অনুদান পেয়েছেন।[২৩] ২০২১ সালের ১৩ জুলাই বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে টিকার প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য ১৩টি সুপারিশ করা হয়। সে সময় সৌদি আরবে অভিবাসী কর্মীদের কোয়ারেন্টিনের হোটেল খরচ বাবদ সরকার যে ২৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকি দিচ্ছে, তা অন্যান্য গন্তব্য দেশের ক্ষেত্রেও কার্যকর দাবি ওঠে এই সংবাদ সম্মেলনে।[২৪] বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন এড়াতে সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গৃহীত হয়।[২৫]

২.৫ অভিবাসন খরচ বৃদ্ধি

এপ্রিল ২০২১-এ কঠোর লকডাউনে দেশে থাকা অভিবাসী কর্মীদের কর্মে প্রত্যাবর্তনে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। সৌদি আরব হতে ৭০-৮০ হাজার শ্রমিকের চাহিদা এবং দুবাই হতে ৪০ হাজার শ্রমিকের চাহিদাপত্র থাকা সত্ত্বেও ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হচ্ছিল না। লকডাউনের কারণে অভিবাসন সম্পর্কিত সব ধরণের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য জরুরি কার্যক্রম বন্ধ, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ এবং প্রক্রিয়াধীন ভিসা বাতিল হয়ে যাওয়ায় প্রায় ২০

---

[20] বোয়েসেল প্রতিনিধি হতে প্রাপ্ত তথ্য।

[21] স্মরণিকা ২০২১, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

[22] www.thedailystar.net/bangla/node/227177

[23] ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড হতে প্রাপ্ত।

[24] www.gulfbangla.com/news/

[25] www.ekattor.tv/blog/article?article_id=3492

থেকে ২৫ হাজার অভিবাসী বিপদে পড়েন। এই সংকট নিরসনে এপ্রিল ২০২১-এ বাংলাদেশ সরকার বিশেষ ফ্লাইট চালু করে। প্রথমদিকে এই বিশেষ ফ্লাইটগুলোর অনেকগুলোই বাতিল হয়ে যায়।[২৬] প্রতিটি অভিবাসী কর্মী এ সময় গড়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা ক্ষতির শিকার হন।[২৭] অক্টোবর ২০২১-এ আবার বিমানবন্দরে শিডিউল সংকট দেখা দেয়। অভিবাসীদের ৬ থেকে ২৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে বিমানবন্দরে অবস্থান করতে হয়। এতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েন নারী অভিবাসীরা।[২৮] বছরের শেষ প্রান্তে এসে, ডিসেম্বর মাসে বিমানভাড়া বেড়ে যাওয়ায় অভিবাসীদের কাজে যোগদানে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে। মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে বিমান ভাড়া ৪০-৪৫ হাজার টাকা হতে ৭০- ৯০ হাজার টাকা হয়েছে।[২৯] দুবাইয়ের বিমান ভাড়া পূর্বে ছিল ২০০ মার্কিন ডলার যা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৯০০ ডলার। একইভাবে সৌদি আরবের বিমান ভাড়া ৩০০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১২০০ মার্কিন ডলার হয়েছে।[৩০] এই সময়টিতে উচ্চখরচে অভিবাসন করতে হচ্ছে অনেক অভিবাসীকে।

সেপ্টেম্বর ২০২১-এর তথ্য অনুসারে প্রায় ১,৫০০ বাহরাইন হতে ছুটিতে আসা অভিবাসী কর্মী নিজ কর্মস্থলে ফেরত যেতে পারছিলেন না। এসমস্ত অভিবাসীদের অনেকেই ১৮ মাস ধরে দেশে এসে আটকা পড়েছেন। আর ৩,০০০ কর্মী, ভিসা নবায়ন জটিলতা ও অন্যান্য সমস্যার কারণে সময় মতো বাহরাইনের কর্মস্থলে ফেরত যেতে পারেননি। তাদের এক অংশ পুনরায় অর্থ ব্যয় করে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশে কম বেতনে অভিবাসন করেছেন।[৩১]

২.৬ পিসিএসআর টেস্ট

আগস্ট ২০২১-এ সংযুক্ত আরব আমিরাত ছয়টি দেশের তালিকা প্রকাশ করে ঘোষণা দেয়, অভিবাসীদের সে দেশে প্রবেশের ৪৮ ঘন্টা এবং ৬ ঘন্টা আগে দুই দফায় করোনা ভাইরাসের দুইটি পরীক্ষার ফল দেখাতে হবে। এই ছয়টি দেশের একটি বাংলাদেশ। এই নির্দেশনার কারণে বাংলাদেশে আটকে পড়ে প্রায় ৫০ হাজার অভিবাসী। আটকে পড়া অভিবাসীগণ বিমানবন্দরে আরটিপিসিআর ল্যাব স্থাপনের দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেপ্টেম্বর ২০২১-এ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য ছয়টি আরটিপিসিআর ল্যাব চালু করে সরকার।[৩২] ২০২১-এর শেষের দিক থেকে মন্ত্রণালয় ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের তহবিল হতে বিমানবন্দরে পিসিএসআর টেস্টের নির্ধারিত ফি ১,৬০০ টাকা প্রদান করে দেয়।[৩৩] ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের জন্য চারটি প্রতিষ্ঠানকে আরটিপিসিআর ল্যাব স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়।[৩৪]

২.৭ বিমানবন্দরে জরুরি সেবা

প্রত্যাগত অভিবাসীদের বিমান হতে অবতরণের পর কোভিড-১৯ মোকাবেলার সতর্কতাস্বরূপ অসুখের লক্ষণহীনতার সার্টিফিকেট এবং শারীরিক পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে ৫-৬ ঘণ্টা অবস্থান করতে হয়। এমতাবস্থায়

---

[26] www.somoynews.tv/pages/details/273967
[27] www.thefinancialexpress.com.bd/public/trade/migrants-cant-go-abroad-due-to-pandemic-effects-1619152549
[28] www.jamuna.tv/news/285661
[29] www.jamuna.tv/news/295987
[30] বায়রা
[31] www.tbsnews.net/bangladesh/migration/1500-bahrain-returnees-still-struggling-get-back-work-301615
[32] www.bbc.com/bengali/news-58700259
[33] স্মরণিকা ২০২১, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
[34] www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/

কিছু সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠান অভিবাসীদের জন্য জরুরী সহায়তা প্রদান করেছে। রামরু, বমসা ও বিএনএসকে চলতি বছর বিমানবন্দরে জরুরী খাদ্য, ত্রাণ, মাস্ক ও নিরাপত্তাসামগ্রী বিতরণ করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ফেরত আসা দুঃস্থ অভিবাসীদের বিমানবন্দর হতে নিজ আবাসস্থলে যাবার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অসুস্থ অভিবাসীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ও হাসপাতালের ব্যয় বহন করছে।

২.৮ আমি প্রবাসী অ্যাপ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সেবা সহজ ও ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে 'আমি প্রবাসী (Ami Probashi)' নামের একটি অ্যাপ চালু করেছে। অভিবাসীরা নিজের মোবাইল নম্বর কিংবা ইমেইল আইডি দিয়ে নিবন্ধন করে এই অ্যাপের সেবা নিতে পারেন। অ্যাপটির মাধ্যমে অভিবাসীরা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ডাটাবেজে নিবন্ধন করতে পারেন। এছাড়া অ্যাপটি ব্যবহার করে আবেদন প্রক্রিয়া, চাকরি খোঁজাসহ আবেদনের অগ্রগতি এবং গন্তব্যে পৌঁছানোর পর কী কী করতে হবে তা জানা যাবে। তবে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু না করে কিংবা এর মাধ্যমে বিএমইটি ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত না হলে অন্য সেবা পাওয়া যাবে না।[৩৫] এছাড়া প্রবাসী কর্মীদের জন্য নিকটস্থ পাসপোর্ট অফিস, রিক্রুটিং এজেন্সি, জেলা জনশক্তি অফিস, মেডিক্যাল সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (টিটিসি) জিপিএস-এর মাধ্যমে এই অ্যাপে দেখা যাবে। যেসব কর্মীদের বিএমইটির ডাটাবেজে নিবন্ধন ও স্মার্ট কার্ড নেই অথবা ২০২১ সালের ১ জানুয়ারির আগে বিএমইটির স্মার্ট কার্ড আছে, সেসব কর্মীর টিকার জন্য সুরক্ষা অ্যাপে নিবন্ধনের সুবিধার্থে বৈধ পাসপোর্ট এবং ৩০০ টাকা ফি দিয়ে *আমি প্রবাসী* অ্যাপ-এর মাধ্যমে বিএমইটির ডাটাবেজে নিবন্ধন করতে হবে। জানুয়ারি ২০২১ থেকে নিবন্ধিত কর্মীদের নতুনভাবে নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে না। তবে *আমি প্রবাসী* অ্যাপটির সুযোগ নিয়ে অভিবাসী নয় এমন মানুষও দ্রুততর উপায়ে কোভিড-১৯ প্রতিষেধক ফাইজার টিকা গ্রহণ করছেন বলে কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

২.৯ মানবপাচার ও অনিয়মিত অভিবাসন

২০২১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম আট মাসে অনিয়মিত প্রক্রিয়ায় সাগরপথে ইতালি পৌঁছানো অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ১৩ শতাংশ বাংলাদেশী। অনিয়মিতভাবে ভূমধ্যসাগরীয় পথে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের উৎস দেশের তালিকায় দ্বিতীয়, বাংলাদেশ। গত বছরও অনিয়মিত সাগরপথে ইতালি যাবার তালিকায় শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ।[৩৬] মে মাসে লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাবার পথে নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করা হয় ৩৩ জনকে যাদের সবাই ছিলেন বাংলাদেশী। এছাড়া এই ঘটনায় নিখোঁজ হয় আরো ৫০ জন।[৩৭] শুধুমাত্র মে এবং জুন মাসে ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধারকৃত বাংলাদেশীদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৪৩ এবং ৪২৮ জন।[৩৮] আগস্ট ২০২১-এ ইউরোপ উপকূল হতে কয়েক দফায় নৌকা থেকে উদ্ধারকৃতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলেন বাংলাদেশী।[৩৯] ২০২১ সালে মোট উদ্ধারকৃত বাংলাদেশীদের সংখ্যা ৩,৩৩২।[৪০] চলতি বছরের বিভিন্ন সময়ে স্থলপথেও অনিয়মিত অভিবাসীদের উদ্ধার করা

[35] www.banglatribune.com/680138/
[36] www.kalerkantho.com/online/national/2021/10/05/1080050
[37] www.bbc.com/bengali/57167442
[38] www.banglatribune.com/693272/
[39] www.bbc.com/bengali/news-58374021
[40] www.banglatribune.com/693272/

হয়েছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চলে দুইটি ট্রাক হতে প্রায় ৬০০ জন অনিয়মিত অভিবাসী ধরা পড়েন। এদের ভেতর ৩৭ জন বাংলাদেশী ছিলেন।[৪১] আটককৃতদের লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ।

৩. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

৩.১ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

বর্তমানে বিএমইটি'র অধীনে বিভিন্ন জেলায় ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ৪টি বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেবা এবং চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, পাবনা, যশোর, সিলেট, গোপালগঞ্জ এই জেলাসমূহে অবস্থিত ৭টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে।[৪২] অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে বিএমইটি'র সালিশ কার্যক্রমের বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (ডিইএমও)-তেও সালিশ কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে বিএমইটি। সরকার ৬৪ জেলায় জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ৮টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩.২ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)

বিএমইটির অধীনে দক্ষ কর্মী তৈরির লক্ষ্যে সারা দেশে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা টিটিসি (টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার) এবং ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) চালু আছে। সেই সাথে ৪০টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পথে এবং ২য় পর্যায়ে আরো ১০০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এছাড়াও প্রশিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য ঢাকা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ডিটিটিআই) স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।[৪৩] নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বিশেষায়িত টিটিসি রয়েছে ৬টি। এছাড়াও শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ দপ্তর রয়েছে ৩টি। এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সেই সাথে আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য টিটিসি কর্তৃক এনটিভিকিউএফ পদ্ধতিতে ১৫ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। বর্তমানে ৪১টি টিটিসিতে ভাষা কোর্স চালু রয়েছে; যার মধ্যে ৩০টি টিটিসিতে জাপানি ভাষা, ৭টি টিটিসিতে জাপানিজ কেয়ার গিভার, ১১টি টিটিসিতে ইংরেজি ভাষা, ১৮টি টিটিসিতে কোরিয়ান ভাষা, ২টি টিটিসিতে চাইনিজ (ক্যান্টনিজ) এবং ১টি টিটিসিতে চাইনিজ (ম্যান্ডারিন) ভাষা শেখানো হয়।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সনদায়ন সংস্থা 'সিটি অ্যান্ড গিল্ডস'-এর মাধ্যমে এবং চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সাথে এফিলিয়েশনের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে আন্তর্জাতিক সনদায়নের আওতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিএমইটি সিটি অ্যান্ড গিল্ডস্ কারিকুলামের অধীনে ৬টি টিটিসির মাধ্যমে ৭টি কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী টিটিসি'র সংখ্যা ৪৩টি।[৪৪] কোভিড অভিঘাতে ফেরত

---

[41] hwww.ittefaq.com.bd/303165/

[42] www.bmet.portal.gov.bd/site/page/53e682c1-3a63-4b6f-a69f-00fb5032208d/-

[43] স্মরণিকা, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২১, পৃ. ২৬

[44] www.bmet.portal.gov.bd/site/page/431b319c-ded7-49e6-acdc-31a2f9fceccc/-

আসা অভিজ্ঞ কর্মীগণকে বিএমইটি বর্তমানে ৪৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে '*রিকগনিশন অব প্রিওর লার্নিং*' (আরপিএল) সনদ প্রদান করছে।

৩.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

২০২১ সালে ২৪৭ জন আহত ও অসুস্থ অভিবাসী কর্মীর ফেরত আনয়ন ও চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে বোর্ড ২,০১,৯০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। বিগত ২০২০ সালে বোর্ড ২৩১ জন অভিবাসী কর্মীকে ২,১৪,৬০,০০০ টাকা প্রদান করেছিল। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এ যাবৎ বোর্ড ১,০৯৯ জন অভিবাসী কর্মীকে সর্বমোট ১১,১৮,৪০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। ২০২১ সালে মোট ৩,৮০৩ জন অভিবাসীর কর্মীর মরদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে এবং এসব মরদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ বোর্ড মোট প্রদান করেছে ১৩,৩১,১০,০০০ টাকা। বিগত ২০২০ সালে দেশে মোট ২,৮৮৪ টি মরদেহ ফেরত এসেছিল এবং সেসব মরদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ মোট প্রদান করা হয়েছিল ১০,০৯,৪০,০০০ টাকা। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ৪৩,২৮১ টি মরদেহের পরিবহন ও দাফন বাবদ বোর্ড সর্বমোট প্রদান করেছে ১৩৬,১৭,০০,০০০ টাকা।[৪৫]

২০২১ সালে ৬,৫৭৫ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৯৫,৬৬,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০২০ সালে ৪,৭২০ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৪০,২১,২০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪১,২১৯ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে বোর্ড প্রদান করেছে ১,১০০,৭০,০০,০০০ টাকা।[৪৬]

বছরভিত্তিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, নিয়মিত বকেয়া, বীমা, সার্ভিস বেনিফিট হিসেবে ২০২১ সালে বোর্ড ১,৩০৬ জন অভিবাসীর বিপরীতে বিতরণ করেছে ৭৭,৯৫,৫০,০০০ টাকা। বিগত ২০২০ সালে এ বাবদ ৭৮৩ জন অভিবাসীর বিপরীতে বোর্ড বিতরণ করেছিল ৪৭,৪২,৯০,০০০ টাকা। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এ বাবদ ২০,৯৪১ জন অভিবাসীর বিপরীতে বোর্ড বিতরণ করেছে ৭৫১,৪৯,৯০,০০০ টাকা।[৪৭]

অভিবাসী কর্মীর সন্তানদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে থাকে। ২০২১ সালে বোর্ড অভিবাসী কর্মীদের ২,৭৪১ জন সন্তানকে ৪,৮৮,৬৭,৪০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে।[৪৮]

২০২১ সালে ডায়াসপোরা মেম্বরশিপের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৪৫,৫৭৮ জন; বিগত ২০২০ সালে নিবন্ধন করেছিলেন ১৮,৪৯৪ জন। ২০১৭ সালের জুন থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ডায়াসপোরা মেম্বরশিপের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৯৬,৬৯৩ জন।[৪৯]

---

[45] http://www.wewb.gov.bd/site/view/monthly_reports/-
[46] ibid
[47] ibid
[48] ibid
[49] ibid

কোভিড সংক্রমণ বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালে প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। বিগত ২০২০ সালে ১১,৭৩৬ জন অংশগ্রহণকারী প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯২ সাল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট ১৪,৭২,৩৮৮ জন অংশগ্রহণকারী প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।[৫০]

বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের রিইন্টিগ্রেশনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ২০২১ সালে *রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট* (আরএআইএসই) প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী জোরদার করা। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই প্রজেক্টের মেয়াদকাল। বিশ্বব্যাংকের ৪২৫ কোটি টাকা এবং সরকারের ২.৩০৩৫ কোটি টাকায় এই প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হবে। এই প্রজেক্টের আওতায় ২ লক্ষ বিদেশ ফেরত অভিবাসীকে রিইন্টিগ্রেশনের জন্য ১৩,৫০০ টাকা করে প্রদান করা হবে।[৫১]

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সন্নিকটে প্রবাসীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার' নামে একটি সাপোর্ট সেন্টার তৈরীর প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে আছে। সেখানে অভিবাসী কর্মীরা বিদেশ যাওয়ার পূর্বে এবং দেশে ফেরার পর সাময়িক অবস্থান করতে পারবেন।[৫২] এছাড়াও রাজধানীর গুলশানের ভাটারায় অভিবাসীদের জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বোর্ড।[৫৩]

৩.৪ লেবার উইং

বর্তমানে ২৮ টি দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে মোট ৩০টি লেবার উইং কাজ করছে।[৫৪]

৩.৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক মোট ১৬,৯৬২ জনকে ৪০৭.৬৫ কোটি টাকা অভিবাসন, পুনর্বাসন, বিশেষ পুনর্বাসন, বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ, নারী অভিবাসন এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ প্রদান করেছে। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১১,৫৩২ জনকে ২৬৮ কোটি টাকা অভিবাসন, পুনর্বাসন, বিশেষ পুনর্বাসন এবং বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ প্রদান করে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।[৫৫] ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিবাসন ঋণ বাবদ ১১,৮৩৫ জনকে ২৬৩.৪১ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ১,৫৬১ জনকে ৪৪.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে।[৫৬]

---

[50] ibid

[51] স্মরণিকা, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২১, পৃ. ৪০

[52] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে কোভিড ফেরত কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট এগ্রিমেন্ট সই অনুষ্ঠানে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে এ তথ্য জানান।

[53] স্মরণিকা, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২১, পৃ. ৪০

[54] বিএমইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[55] পিকেবি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[56] ibid

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেরত আসা ২,৩৯০ জন অভিবাসীকে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৬৬.৬৫ কোটি টাকা।[৫৭] প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ ফেরত কর্মীদের ঋণ বিতরণে নানা রকম চ্যালেঞ্জ আছে। বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য গৃহীত ঋণ প্রকল্পগুলোকে লিঙ্গবান্ধব করা প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ ছাড়ে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে ব্যাংকটি। ঋণ সেবা, এজেন্ট ব্যাংকিং, বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের জন্য বিশেষ ঋণ প্যাকেজ তৈরি করা প্রয়োজন।[৫৮]

বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ বাবদ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,১৫৮ জনকে ৩২.৭৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।[৫৯] ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ ২০২১ সালে 'বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ'-এর সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেছে এবং উক্ত ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৫ বছর থেকে ১০ বছরে উন্নীত করেছে।

ব্যাংকটি ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অর্থাৎ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৭১,২৭৮ জনকে ১,১৯১.২৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।[৬০] বর্তমানে সারাদেশে ব্যাংকটির ৮৯ টি শাখা চালু রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশগামী নারী কর্মীদের জন্য 'নারী অভিবাসন ঋণ', বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের জন্য 'নারী পুনর্বাসন ঋণ' এবং কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ' কর্মসূচী চালু করেছে। নারী অভিবাসন ঋণের ক্ষেত্রে মুনাফার হার হবে ৯% সরল সুদ। খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে। নারী অভিবাসন ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৩,০০,০০০ টাকা এবং বিমানের টিকিট (রি-এন্টি ভিসা)সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা। নারী অভিবাসন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ইক্যুইটি বাধ্যতামূলক নয়। নারী পুনর্বাসন ঋণের মুনাফার হার ৭% সরল সুদ। খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে। নারী পুনর্বাসন ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৫০,০০,০০০ টাকা। এই ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত কোনো ইক্যুইটির প্রয়োজন নেই। আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৫,০০,০০০ টাকা। ৪% সরল সুদ হারে ইএমআই (ইক্যুয়াল মান্থলি ইন্সটলমেন্ট) পদ্ধতিতে সুদ আরোপ এবং খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় মেয়াদোত্তীর্ণ আসলের ওপর নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে। নিষিদ্ধ নয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল, বাণিজ্যিক, সেবামূলক যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এই ঋণসমূহের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে।[৬১]

---

[57] ibid
[58] রামরু ও সিপিডি'র স্টাডি
[59] পিকেবি থেকে প্রাপ্ত তথ্য
[60] ibid
[61] http://pkb.gov.bd/#

৩.৬ বোয়েসেল

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বোয়েসেল জর্ডান, হংকং ও সিসেলস্-এ ৫,২২৫ জন অভিবাসী কর্মী প্রেরণ করেছে।[৬২] ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোয়েসেল জর্ডান, হংকং ও সিসেলস্-এ মোট ৫,৫৫৬ জন অভিবাসী কর্মীকে প্রেরণ করেছিল।[৬৩] ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোয়েসেলের আয় ১৩,৯৯,১৪,০০২ টাকা, ব্যয় ৬,৯৩,২৪,১৮২ টাকা এবং মুনাফা ৭,০৫,৮৯,৮৭৪ টাকা।[৬৪]

৩.৭ অভিযোগ

প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি দুইভাবে অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে; অনলাইন ও সরেজমিন (ম্যানুয়াল)। ২০২১ সালে মোট ৫২৮টি অভিযোগ বিএমইটিতে দাখিল হয়েছে। ২০২০ সালে মোট ৯০৫টি অভিযোগ বিএমইটিতে দাখিল করা হয়েছিল; যার মধ্যে পুরুষ কর্মীর অভিযোগ ছিল ৫০০টি এবং নারী কর্মীর অভিযোগ ছিল ৪০৫টি।[৬৫]

৩.৮ রিক্রুটিং এজেন্সি

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ১,৫১৬টি। সৌদি আরবে নারী কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৫৯৯টি। অভিযোগ ও তদন্তের প্রেক্ষিতে বিএমইটি কর্তৃক লাইসেন্স স্থগিত রয়েছে ১৮৬টি রিক্রুটিং এজেন্সির এবং লাইসেন্স বাতিল হয়েছে ৭ টি এজেন্সির।[৬৬]

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এ বছরে সরব ছিল মানব পাচার আইনের অধীনে তাদের সদস্যদের আটক হওয়ার বিষয়টি নিয়ে। ২০২১ সালের ২১ অক্টোবর এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের মানব পাচার আইনে হয়রানি না করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে তিনি কারও বিরুদ্ধে কোনো থানায় অভিযোগ এলে অধিকতর তদন্তের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিএমইটি-তে তা হস্তান্তর করার কথা উল্লেখ করেন। বিএমইটি অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মনে না করলে অভিযোগের ধরণ বুঝে মানব পাচার অথবা অভিবাসন আইনে মামলা করা যাবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ওই সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়াও পররাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাবৃন্দ, বিএমইটির মহাপরিচালক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাগণ এবং বায়রা নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।[৬৭]

২০২১ সালে বিদেশগামীদের সাথে প্রতারণা বন্ধে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছে মধ্যস্বত্বভোগীদের তালিকা চায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ২০২১ সালের ৭ মার্চের মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে তাদের সংশিষ্ট প্রতিনিধিদের তালিকা বিএমইটিতে জমাদানের নির্দেশনা থাকলেও কেউ তা জমা দেয়নি। এ অবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের নামের তালিকা জমাদানের জন্য ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত নতুন সময়সীমা বেঁধে

---

[62] বোয়েসেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[63] www.boesl.gov.bd/site/page/e16dd318-de9a-4997-825c-012ad490197c/-

[64] www.boesl.gov.bd/sites/default/files/files/boesl.portal.gov.bd/page/55904

[65] বিএমইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[66] www.old.bmet.gov.bd/BMET/raHomeAction

[67] www.samakal.com/cricket/article/211185718/

দেওয়া হয়েছিল।[৬৮] পুনরায় চিঠি প্রদানের পরে ২০২১ সালের শেষ পর্যন্ত দুইশ'র মতো রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের ব্যবহৃত মধ্যস্বত্বভোগীদের নামের তালিকা বিএমইটি-তে জমাদান করেছে।[৬৯]

৪ বাংলাদেশে আইন এবং নীতি পরিবর্তন

৪.১ ২০১৩ সালের অভিবাসন আইনের সংশোধনী খসড়া এবং সুশীল সমাজের সুপারিশমালা

২০২১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন সংশোধনের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে। খসড়া আইনে 'সাব-এজেন্ট'-এর সংজ্ঞা ও তাদের যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী করার বিধান, অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো আইনের ওপর বিদ্যমান আইনটির প্রাধান্য ঘোষণা; একজন সাব-এজেন্টের একাধিক রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, অভিবাসী কর্মীর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের পর রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য দণ্ড আরোপ, অননুমোদিতভাবে শাখা অফিস পরিচালনা ও সাব-এজেন্ট নিয়োগের দণ্ড আরোপ, অভিবাসী কর্মীদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য দণ্ড নির্ধারণের বিধান ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

রামরু উক্ত আইনের খসড়ার ওপর ১১টি পর্যবেক্ষণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পেশ করে।[৭০] বমসাও উক্ত খসড়া আইনের বিভিন্ন ধারার ওপর সংশোধনের সুপারিশ করে। সেপ্টেম্বর ২০২১-এ পার্লামেন্টারি ককাস, রামরু, বমসা, বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস্ (বিসিএসএম) এবং প্রকাশ-এর সম্মিলিত উদ্যোগে উক্ত আইনের খসড়ার ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি সভায় পেশ করে। খসড়া আইনে কিছু সংযোজনের বিষয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কিছু বিধানের ক্ষেত্রে তারা কিছু দাবী পেশ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বিদ্যমান আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহে রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি 'সাব-এজেন্ট' উল্লেখ করা, বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ হতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তন করানোর খরচ প্রদান এবং প্রয়োজনে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা, প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের যুক্তিসঙ্গত আইনগত সহায়তা পাওয়ার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করা, খসড়ায় সংযোজিত অভিবাসী কর্মীর দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধান সংশোধন, অভিবাসী কর্মীদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য দণ্ড আরোপের বিধান বাদ দেওয়া ইত্যাদি। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় দণ্ডারোপ সংক্রান্ত বিধান খসড়া আইন থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং এছাড়া অন্যান্য সুপারিশসমূহও বিশ্লেষণ করে দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

৪.২ ২০১৩ সালের আইনের অধীনে সালিশের মাধ্যমে অভিযোগের আপোষ-মিমাংশা বিষয়ক বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণে কমিটি গঠন

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১ ধারার বিধান অনুযায়ী সরকারের নিকট অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সালিশের মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারেন। তৃণমূল

---

[68] www.dailynayadiganta.com/diplomacy/570669/%E

[69] বিএমইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

[70] www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2021/07/Draft-Amending-Law-and-Recommendations-of-RMMRU.pdf

পর্যায়েও এরুপ সালিশের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার একটা দাবি সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে ছিল। ২০১৩ সালের আইনে সুযোগ থাকায় এবং সরকারের আগ্রহের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১ (৪) উপধারার অধীনে সালিশ পরিচালনায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতার জন্য রামরু বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে আপোষ-মিমাংসা (এডিআর) বিষয়ক একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত খসড়া বিধিমালায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে শ্রম কল্যাণ উইং, জেলা জনশক্তি অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস বা ব্যক্তিকে অভিবাসন সংক্রান্ত সালিশযোগ্য অভিযোগ সালিশের মাধ্যমে মিমাংশার জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণের বিধান রাখা হয়। এছাড়াও খসড়াটিতে আপোষ-মিমাংশার উদ্যোগ গ্রহণ, নোটিশ জারী, আপোষ-মিমাংশা বৈঠকের কার্যপ্রণালী, বৈঠক মুলতবী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা, সালিশের আপোষ-মিমাংশা চুক্তি ও প্রতিবেদন, চুক্তি ও প্রতিবেদনের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিধান রাখা হয়। খসড়া বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর প্রতিনিধি, বেসরকারি সংগঠনের (সিএসও/এনজিও) প্রতিনিধি[৭১] এবং বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে সেপ্টেম্বর ২০২১-এ অভিযোগের আপোষ-মিমাংসা (এডিআর) বিষয়ক বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করেছে।

৪.৩ সাব-এজেন্ট নিয়মিতকরণে রামরু'র তিনটি মডেল

প্রচলিত ধারণায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দালালদেরই সকল অপকর্মের হোতা হিসেবে ধরে নেওয়া হলেও রামরু'র একটি গবেষণা (২০১৯) প্রমাণ করে, বর্তমান রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় দালাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ বিষয়ক গ্রন্থটি তুলে ধরে, অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণে দালাল বা সাব-এজেন্টগণ ১৭টি সেবা প্রদান করে চলেছেন। অথচ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-তে প্রতিনিধি বা সাব-এজেন্টদের কাজের কোন সুযোগ নেই। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাব-এজেন্টদের সেবা গ্রহণ করে আসছে। নাগরিক সমাজ এবং বিশেষজ্ঞগণ দাবী করেন, এ ধরণের অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম অসাধু এজেন্সিদের এবং সাব-এজেন্টদেরকে প্রতারণা করার সুযোগ তৈরী করে দেয়।

সংশ্লিষ্ট আইনগত দলিলপত্রাদি বিশ্লেষণ করে এটা বোঝা যায় যে, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের আলোকে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হতে পারে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, *পার্লামেন্টারি ককাস এবং* বিএমইটি-র পরামর্শ অনুযায়ী সাব-এজেন্টদের নিবন্ধিকরণের জন্য রামরু তিনটি মডেল প্রদান করে। সব পদ্ধতিতেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিএমইটি'ই মূল নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ হিসেবে থাকছে। প্রথম মডেলটি রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধিকরণের, দ্বিতীয় মডেলটি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) কর্তৃক আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধিকরণের এবং তৃতীয় মডেলটি বায়রা কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধিকরণের।[৭২]

---

[71] বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে রামরু-কে উক্ত কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

[72] www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2021/06/Sub-Agent-Registration-Model-Bangla.pdf

৪.৪ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

২০২১ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ২০১৮ সালের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন-এর ১৯ ধারার অধীন বিধিমালাটির খসড়া প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করছে আইএলও। নভেম্বর ২০২১-এ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ বিষয়ক প্রাক খসড়া বিধিমালা সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে প্রবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ বিষয়ে আলাদা বিধিমালার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে একটি বিধিমালা করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও উক্ত সভায় খসড়া বিধিতে প্রি ডিপারচার অরিয়েন্টেশনের সুনির্দিষ্ট সময়, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের পরিচালনা ও দায়-দায়িত্ব, অভিবাসীদের আইনগত সেবা প্রদানে দেশে ও বিদেশে আইনজীবী প্যানেল গঠন, নথিপত্রবিহীন অভিবাসীর মরদেহ আনয়ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অভিবাসীদের সন্তানদের কল্যাণ, অনিবন্ধিত অভিবাসীদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন পদ্ধতি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারী অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা, অভিবাসী কর্মীর প্রত্যাবাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ, তহবিল পরিচালনা, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যাবলী, বিদেশে বাংলাদেশ মিশন কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যাবলী, সেইফ হোম ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.৫ বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনের উদ্যোগ

বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯-এর কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধন ও সংযোজন করে নতুন করে ২০২১-এর নভেম্বর মাসে একটি খসড়া প্রণয়ন করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। উক্ত খসড়ায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল সেন্টার তালিকাভূক্তকরণ, বাছাই কমিটির দায়িত্ব, পরিদর্শনের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন ও কার্যক্রম, তালিকাভূক্ত মেডিকেল সেন্টার কর্তৃক সমিতি বা সংঘ গঠন এবং মাসিক প্রতিবেদনের মতো বিষয়াদি সংযোজিত হয়েছে। উক্ত খসড়া নীতিমালার ওপর সুশীল সমাজ নিম্নোক্ত পরিবর্তনের সুপারিশ করে: খসড়া নীতিমালায় উল্লেখিত মেডিকেল সেন্টারের জনবলের তালিকায় নারী অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধার্তে পুরুষ টেকনিক্যাল পার্সনদের পাশাপাশি সহায়িকা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী অ্যাটেন্ডেন্ট অন্তর্ভূক্ত করা; তালিকাভূক্তি বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্তির কর্তৃপক্ষ সুনির্ধারণ করা; মেডিকেল সেন্টারের তালিকাভূক্তি বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-এর ধারা ১২ এবং ১৮-এর আলোকে আলোচ্য খসড়া নীতিমালায় প্রয়োজনীয় উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করে মেডিকেল সেন্টারের তালিকাভূক্তি বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্তির প্রক্রিয়া সুনির্ধারণ করা; অভিযুক্ত মেডিকেল সেন্টারকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী হিসেবে সুনির্ধারণ করা; ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে ভূক্তভোগী কর্মী কোথায়, কতদিনের মধ্যে, কী প্রক্রিয়ায় আবেদন করবেন তা সুনির্ধারণ করা ইত্যাদি।

৪.৭ অভিবাসীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য ভাতা চালু

অভিবাসীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের কল্যাণার্থে ২০২১ সালে প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করেছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। ২০২১ সালে জনপ্রতি বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা হারে ২৯৫ জন অভিবাসীর প্রতিবন্ধী সন্তানকে এই ভাতা প্রদান করা হয়েছে।[৭৩] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রতিবন্ধীদের মূল ধারায় অন্তর্ভূক্তিকরণ ও তাদের দক্ষতা উন্নয়নে এই উদ্যোগ ভূমিকা রাখবে।

[73] ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য

৫. আন্তর্জাতিক আইন ও কোভিডে অভিবাসীর সুরক্ষা

৫.১ কোভিড-১৯ ও অভিবাসন বিষয়ক গ্লোবাল কমপ্যাক্ট

২০১৮ সালে নিয়মতান্ত্রিক, নিরাপদ ও সুষ্ঠু অভিবাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন প্রণীত হয়; যা বাংলাদেশসহ আরও ১৬৩ টি দেশ গ্রহণ করে। কমপ্যাক্ট গ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলো কোভিড ১৯ বা অন্য মহামারীকালেও এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে অভিবাসীদের সেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। ২০২১ সালে কম্প্যাক্টটি বাস্তবায়নের প্রথম এশিয়া প্যাসিফিক পর্যালোচনা অনলাইনে কুডো প্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২২ সালে আঞ্চলিক পর্যায়ে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট বাস্তবায়ন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে।

২০২১ সালে কিছু আন্তর্জাতিক গবেষণা থেকে দেখা যায়, গালফ্ কোঅপারেশন কাউন্সিল-এর দেশগুলোতে কর্মরত অভিবাসীরা বিশেষ করে বাংলাদেশি নারী অভিবাসীরা লকডাউন এবং কোভিড সৃষ্ট অন্যান্য জটিলতায় কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন, মজুরি চুরির শিকার হচ্ছেন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পণ্যের অভাবে ভুগছেন। মানবাধিকার এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় জিসিএম-এর ৭ নং লক্ষ্য অর্জনে তাই বাংলাদেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২০২১ সালেও কোভিড-১৯ এর কারণে অভিবাসীরা স্বাস্থ্যবিধি, কোয়ারেন্টাইন ও নানাবিধ জটিলতায় কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশের সীমানা অতিক্রমে জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছেন, তেমনি অতিরিক্ত সতর্কতামূলক নিষেধাজ্ঞাসমূহ অভিবাসীকর্মীদের নিয়মিত অভিবাসন, নিরাপদ কাজ এবং চলাচলের গতিশীলতা রক্ষায় জিসিএম-এর লক্ষ্য অর্জনে বাঁধার সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ ২০২১-২০২৫ সালের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (ন্যাপ) এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ (২০১৯) বাস্তবায়নের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় জিসিএমের ৪, ১৫, ১৬, ২২ এবং ২৩ নং লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। উভয় পরিকল্পনায় অভিবাসীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বিধান বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও বিবেচনা করা হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ অভিবাসীদের সামাজিক অর্ন্তভূক্তি, বৈষম্যহীনতা এবং ক্ষমতায়ন অর্জন করা সম্ভব।

২০২১-এ সম্ভাব্য অভিবাসী এবং প্রি ডিপারচার অভিবাসীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলো নানাধরণের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে; যা কমপ্যাক্টের ১৮ তম লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখছে। কোভিডকালে নিজ এবং গন্তব্য দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য গ্লোবাল কমপ্যাক্ট-এর ১৪ নং লক্ষ্য অর্জনে বিদেশে কন্স্যুলার সেবা সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ-কে উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে। গন্তব্য দেশে বাংলাদেশের মিশনগুলো সেখানে থাকা অভিবাসীদের কন্স্যুলার ও জরুরি সেবা প্রদান এবং দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীদের ক্ষতিপূরণ পাবার ব্যবস্থা করছে।[74]

গতবছর কোভিড-১৯ এর সময়ে বাংলাদেশ সরকার রেমিটেন্সের উপর ২% প্রণোদনা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বছর প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় সরকারের এই প্রণোদনা ২% থেকে বাড়িয়ে ৪% করবার অনুরোধ জানিয়ে অর্থ মন্ত্রনালয়কে একটি চিঠি প্রেরণ করেন, যা জিসিএম এর ২০ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

[74] www. migrationnetwork.un.org/resources/bangladesh-gcm-voluntary-national-report-regional-review-asia-and-pacific

কম্প্যাক্টের ২৩ নং লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং গ্লোবাল পার্টনারশিপ মজবুত করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এ বছর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক নানা ফোরাম ও মিটিং- যেমন: আবুধাবি ডায়ালগ, কলম্বো প্রসেস, কপ২৬, জিএফএমডি ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছে।

৫.২ মজুরি চুরি হতে পরিত্রাণের জন্য জরুরি বিচার ব্যবস্থার দাবি

কোভিডকালে বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের কারণে নিয়োগকর্তাদের কাছে আটকে থাকা অভিবাসী শ্রমিকদের বেতন উদ্ধারের জন্য গত বছর পহেলা জুন আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজের সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একটি বড় জোট 'জাস্টিস ফর ওয়েজ থেফট' ক্যাম্পেইনের অধীনে নিজ নিজ সরকারদের কাছে একটি 'জরুরি বিচার ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার আবেদন শুরু করে। পরবর্তীকালে জোটটি আরও ৪টি আপিল প্রকাশ করেছে যা মজুরি চুরি এবং ন্যায়বিচারের অভাবের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সংস্থা, সরকার এবং ব্যবসায়িকদের দ্বারা গৃহীত সমন্বিত পদক্ষেপসমূহকে সমর্থন করে। মাইগ্রেন্টস্ ফোরাম ইন এশিয়া অভিবাসীদের মজুরি চুরির কেসসমূহ সংগ্রহ করে ২০২১ সালে একটি বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট প্রকাশ করে।[৭৫] ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসে সংগ্রহকৃত মজুরি চুরির কেসগুলো বিশ্লেষণ করেছে এমএফএ। তাতে দেখা যায়, মজুরি চুরির শিকার সবচেয়ে বেশি হয়েছে নির্মাণ শ্রমিকরা (৫০%)। ১৩% মজুরি চুরির ঘটনা ঘটেছে উৎপাদন খাতের শ্রমিকদের সাথে এবং ১০.৩৩% ঘটনা ঘটেছে গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রে।[৭৬] জাস্টিস ফর ওয়েজ থেফট-এর মতো বড় ক্যাম্পেইন এবং বিশ্বব্যাপী সমন্বিত পদক্ষেপের ফলে আইএলও তার ২০২১ সালের বার্ষিক কংগ্রেসের আলোচ্যসূচিতে মজুরি চুরির বিষয়টি স্থান দেবে বলে জানিয়েছে।[৭৭]

৫.৪ কপ-২৬ এবং অভিবাসন

২০২১ সালের নভেম্বরে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ-২৬' জলবায়ু সম্মেলনে অভিবাসনের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। কপ-২৬-এ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখোমুখি হওয়া ৪৮টি দেশের গ্রুপ 'ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম'-এর চেয়ার। এ বছর জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্ব অভিবাসন সমস্যা কমিয়ে আনার পরামর্শ তার একটি।[৭৮] ইউএনএফসিসিসি কপ-২৬ সম্মেলনের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত অভিবাসনে প্রয়োজনীয় নীতি, সংস্থান এবং প্রযুক্তি স্থাপন করা আবশ্যক।[৭৯] কপ-২৬ অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড নেশন নেটওয়ার্ক সদস্য রাস্ট্রসমূহকে তাদের জলবায়ু পরিবর্তন নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মে মানব চলাচলকে একীভূত করার আহ্বান জানায়।

'লস অ্যান্ড ড্যামেজ'-এর অধীনে কপ-২৬ এ অভিবাসন ও স্থানচ্যুতির বিষয়গুলোকে নিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আলোচনা হয়েছে।[৮০] কিন্তু ফলাফল হিসেবে উন্নত রাষ্ট্রসমূহ হতে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রসমূহ 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ'-এর জন্য কোন প্রকার দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সংস্থানের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেনি। কপ-১৬ সম্মেলনে উন্নত রাষ্ট্রসমূহ ২০২০ সালের ভেতর বার্ষিক ১০০ বিলিওন ইউএসডি প্রদান করে একটি তহবিল গঠনের অঙ্গীকার করেছিল। গত বছরগুলোতে এই লক্ষ্য অর্জনে কোন অগ্রগতি হয়নি। এবারের সম্মেলনে ২০২৫ সালের মধ্যে

---

[75] mfasia.org/report-crying-out-for-justice-wage-theft-against-migrant-workers-during-covid-19-volume-2/
[76] mfasia.org/migrant-workers-in-construction-sector-report-maximum-wage-theft-cases-mfa/
[77] www.journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14680181211012958
[78] www.fns24.com/article/221170/
[79] www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27795&LangID=E
[80] www.unb.com.bd/bangla/category/

১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণরুপে অর্জনের জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অনেকেই মিটিগেশন এবং অ্যাডাপ্টেশনে সমভাবে জলবায়ু তহবিল বণ্টনের বিষয়টি নীতিগতভাবে গ্রহণ করে। অভিযোজনে সহায়তার জন্য গঠিত তহবিল হতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অভিবাসনকে বিভিন্ন উপায়ের একটি হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান ব্যবহার করা যাবে।

৬. সুশীল সমাজের উদ্যোগ

এ বছরে অভিবাসন বিষয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিপদগ্রস্ত অভিবাসীদের বিভিন্নরকম পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম)

অভিবাসন বিষয়ে নাগরিক সমাজের অগ্রজ প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২১-এ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বিসিএসএম এবং রামরু যৌথভাবে চলতি বছরের শুরুতে 'দা আদার ফেস অফ গ্লোবালাইজেশন: কোভিড-১৯, ইন্টারন্যাশনাল লেবার মাইগ্রেন্টস অ্যান্ড লেফট বিহাইন্ড ফ্যামিলিস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণাভিত্তিক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। গবেষণাটি কোভিডের সময়ে অভিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং দেশে ও গন্তব্য দেশে জরুরি অবস্থায় অভিবাসী ও তার পরিবারের অধিকার রক্ষায় উপযুক্ত নীতি কাঠামো সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে।

গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অব মাইগ্রেশন-এর লক্ষ্যসমূহ আঞ্চলিকভাবে কতটুকু প্রণয়ন করা হয়েছে তা দেখবার জন্য ২০২২ সালে জাতিসংঘে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছরের মার্চ মাসে এই প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদানের জন্য অনলাইনে প্রথম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল রিভিউ অনুষ্ঠিত হয়। মাইগ্রেন্টস ফোরাম ইন এশিয়া (এমএফএ)-এর অংশ হিসেবে বিসিএসএম ২০২১ সালের মার্চ মাসে অনলাইনে ন্যাশনাল ব্রিফিং আয়োজন করে এবং জিসিএম ফলোআপ ফোরাম প্রতিষ্ঠা করে।

জুলাই ২০২১-এ দেশে থাকা অভিবাসীদের কোভিড-১৯-এর টিকা নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে বিসিএসএম আয়োজিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা অভিবাসী টিকা গ্রহণের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা তুলে ধরা হয়। নিবন্ধন করবার অ্যাপে তাদের প্রদানকৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার দাবি তুলে ধরে বিসিএসএম। সংবাদ সম্মেলনে পেশকৃত ১১ টি সুপারিশের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে দু'টি সুপারিশ গ্রহণ করে। ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে দুই ধাপে টিকার নিবন্ধনের বিষয়টি সহজভাবে অভিবাসীদের শিখিয়ে দেওয়া এবং গন্তব্য দেশগুলোতে অনুমোদিত টিকার নাম গণমাধ্যমে প্রচার করার সুপারিশ মন্ত্রণালয় দ্রুত বাস্তবায়ন করে। এছাড়া অভিবাসীদের জনসন অ্যান্ড জনসন টিকার এক ডোজ জরুরি ভিত্তিতে দেওয়ার অন্যতম সুপারিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়।

পার্লামেন্টারি ককাস ফর মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ওয়ারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং বিসিএসএম একত্রে, ২০২১ সালের জুলাই মাসে, অর্থবছর ২০২১-২০২২ সামনে রেখে অভিবাসীদের উন্নয়নে বাজেট পূর্ববর্তী জাতীয় কনসালটেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনলাইনে আয়োজিত এই কনসালটেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল

অভিবাসীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অভিবাসন খাতে বাজেট বৃদ্ধির সুপারিশ করা।

পার্লামেন্টারি ককাস অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশী অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন এবং বিসিএসএমের যৌথ উদ্যোগে রেসিডেন্সিয়াল কর্মশালার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ সংশোধন এবং উক্ত আইনের অধীনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি খসড়া তৈরি করে।

রামরু এবং বিসিএসএম যৌথভাবে করোনা মহামারীতে অভিবাসীর অধিকার রক্ষায় 'বিল্ড ব্যাক বেটার' শিরোনামে ৪টি ওয়েবিনার এবং ১টি আলোচনা সভার আয়োজন করে। প্রায় ৪০টির বেশি জাতীয় পত্রিকা এবং টিভি মিডিয়াতে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নিয়ে সংবাদ প্রচারিত হয়।

কোভিড-১৯ এ ফেরত আসা অভিবাসীদের সফলভাবে রিইন্টেগ্রশন করবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রামরু অনলাইনে দুইদিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এর আয়োজন করে। এই কনফারেন্সে একাধিক সংসদ সদস্যসহ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য গন্তব্য দেশ এবং উৎস দেশের সংসদ সদস্য, নীতি নির্ধারক এবং বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন।

রামরু ফেরত আসা অভিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০২১ সালে ১২টি বাজার ভিত্তিক ব্যবসায়িক মডেল গঠন করে। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি)-এর সাথে যৌথ গবেষণার ভিত্তিতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বিশেষ পুনর্বাসন লোন বিতরণের চ্যালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করে এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ করে। অভিবাসীদের আইনি অধিকার রক্ষায় এবং সালিশের মাধ্যমে অভিবাসন সম্পর্কিত বিবাদ আরও কাঠামোগত উপায়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রামরু বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং বমসা, ককাস ও বিসিএসএম-এর সাথে একত্রে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন সংশোধনের নির্দিষ্ট এলাকাগুলো চিহ্নিত করে এবং সুপারিশসমূহ পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন করে।

শ্রম অভিবাসনে অভিবাসী কর্মীদের প্রতারণা বা ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিতে রামরু সেইফস্টেপ নামক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করে। অভিবাসীরা অ্যাপটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে অভিবাসনবিষয়ক জরুরি কাগজপত্র সংরক্ষণ, অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও শিক্ষা গ্রহণ, অভিবাসনের লাভ ক্ষতি নির্ণয়সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

গতবছরের মতো এই বছরও রামরু ১,১৭০ জন নারীকে কোভিডকালে দক্ষিণখান সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে খাবারসহ শারীরিক ও মানসিক এবং অন্যান্য জরুরি সেবা প্রদান এবং ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৪,৯৯৫ জন প্রত্যাগত অভিবাসীকে জরুরী সহায়তা প্রদান করেছে।

বমসা তাদের কর্ম এলাকায় করোনাকালীন সময়ে গত বছরের মতো এ বছরও অভিবাসী পরিবারকে জরুরি সেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রায় ৫,০০০ জন অভিবাসী পরিবারকে কোভিড ভ্যাক্সিনের রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য

করে। তারা নারী অভিবাসীদের আইনি সহায়তা দেবার সাথে সাথে অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রি-ডিসিশন এবং প্রি ডিপারচার প্রশিক্ষণ আয়োজন করে; যার মাধ্যমে প্রায় ৫,৭০০ জন বমসার সেবা গ্রহণ করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান চুক্তিপত্রে নারী অভিবাসীর নিরাপত্তা বিষয়ে আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখতেও বমসা অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ওয়ারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ২০২১ সালে পার্লামেন্টারি ককাস অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানচ্যুতি এবং অভিবাসনের উপর একটি সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে। সরকার বা স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে ওয়ারবে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীদের পক্ষে ২৯ লাখ ৬১ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে। তারা কোভিডকালীন সময়ে বাংলাদেশ অভিবাসী অধিকার ফোরামের সহায়তায় অভিবাসীদের মাঝে খাদ্য, নগদ অর্থ এবং স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করেছেন।

বিএনএসকে চলতি বছরে অতিমারি পরিস্থিতিতে ১২৫ জন নারী অভিবাসীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তারা কোভিডের সময়ে জরুরী খাদ্য, ত্রাণ, মাস্ক ও নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণ করছেন। স্থানীয় পর্যায়ে অভিবাসন বিষয়ে নানা অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করেছেন। প্রায় ৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা উদ্ধারে অভিবাসী পরিবারগুলোকে সহায়তা করেছে।

বাস্তব এ বছরে প্রায় ৮৩টি ব্যাচকে প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণ দেবার পাশাপাশি বিদেশ ফেরত অভিবাসীদেরকে তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে প্রায় ২৪ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণে সাহায্য করেছে। কোভিডের জন্য জরুরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তারা বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের স্বল্প আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

৭. রোহিঙ্গা শরনার্থী

২০২১ সালে বাংলাদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। কোভিড পরিস্থিতির কারণে শরনার্থী শিবিরগুলোতে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ন্যুনতম পর্যায়ে পৌঁছায়। একই সাথে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটে। অদূর ভবিষ্যতে রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ২০২১-এ পাওয়া যায় নি। উপরন্তু ঐ দেশে সামরিক বাহিনীর সরাসরিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কারণে প্রবাসে অস্থায়ী সরকার গঠন এবং দেশের অভ্যন্তরে সামরিক জান্তাবিরোধী প্রতিরোধ সক্রিয় হওয়ার ফলে সেখানে কার্যত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে প্রত্যাবাসন আলোচনাও প্রায় স্থবির পর্যায় পৌঁছেছে।

এই বাস্তবতার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করে এ বছরই। এ পর্যন্ত ছয় পর্যায়ে প্রায় ১৯,০০০ হাজার রোহিঙ্গাকে ঐ চরে নেয়া হয়েছে।[81] অনেক আলাপ-আলোচনার পর জাতিসংঘভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ভাষানচরে সরকারের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্মতি প্রদান করে।[82] বলার অপেক্ষা রাখে না যে উখিয়া-টেকনাফ অঞ্চলে অবস্থানরত এবং ভাষানচরে স্থানান্তরিত উভয় শরানার্থীগোষ্ঠীর

[81] www.dhakatribune.com/bangladesh/rohingya-crisis/2021/11/25/rohingya-relocation-379-refugees-leave-for-bhasan-char

[82] www.dhakatribune.com/bangladesh/rohingya-crisis/2021/10/09/crucial-mou-on-un-s-operational-engagement-in-bhashan-char-signed

প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করন, শিক্ষা অর্জন ও স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ, টেকসই জীবিকা অর্জনের সুযোগ এবং ভাসানচরে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তাদের সম্মতি। যতদিন পর্যন্ত রোহিঙ্গারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলো যেন মেটানো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বের মধ্যে বর্তায় এবং এ ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

মর্যাদার সাথে জীবন ধারণের জন্যে শিক্ষালাভ ও জীবিকা অর্জন হচ্ছে দু,টো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ ক্ষেত্রে নারী-শিশু ও নারীদের সফলভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্যই নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং শরনার্থীদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সাহায্য করে। এছাড়াও শিক্ষিত তরুণ ও যুবগোষ্ঠীর উপর অপশক্তি তুলনামূলকভাবে কম প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ২০২০ সাল থেকে যৎসামান্য শিক্ষার যে সুযোগ লাভ করেছিল তার বাংলাদেশ সরকার গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কোনো কারণ উল্লেখ না করে রহিত করে।[83] আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের পূণর্বিবেচনার দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে ভাষানচর এবং উখিয়া-টেকনাফ ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরনার্থী এবং শরনার্থী অধ্যুষিত এলাকার বাংলাদেশীদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও জীবিকা অর্জন সহ সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

উপসংহার

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে অভিবাসন বেড়েছে। তবুও ২০২১ সালে অভিবাসনের হার ২০১৯ সালের তুলনায় ১১.৮৫ শতাংশ কম। ২০২১ সালে সৌদি আরব এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য দেশ; যেখানে ৭৬.১৫ শতাংশ কর্মী যাচ্ছেন। ২০২১ সালে রেমিটেন্স প্রবাহ ১.৪৩% বেড়েছে।

২০২১ সালে অভিবাসন খাতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে অভিবাসীরা আগের থেকে কম খরচে অভিবাসন করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। অভিবাসীদের কোভিড-১৯ এর প্রতিষেধক গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও সরকার এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে নতুন শ্রম বাজার উন্মোচনের চেষ্টা করছে। এ বছরে কোভিড মহামারির প্রভাবে নানা খাতে অভিবাসন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০২১ সালে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জাতীয় কৌশলপত্র ২০২১ প্রণয়ন করেছে; যা বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। এই বছরও বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসন প্রত্যাশীদের অভিবাসনের উদ্দেশ্যে অনিয়মিত পথ পাড়ি দিতে দেখা গেছে। *'আমি প্রবাসী'* নামক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজ করবার প্রচেষ্টা ২০২১ সালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনটির স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করবার প্রয়োজন রয়েছে।

২০২১ সালে অভিবাসীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের কল্যাণার্থে প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করেছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। কোভিড সংক্রমণ বিবেচনায় এ বছর কোনো প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। বিদেশ

[83] www.reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-rohingya-refugee-schools-face-closure

ফেরত অভিবাসীদের রিইন্টিগ্রেশনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আরএআইএসই প্রকল্প চালু করেছে। অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে বিএমইটি'র সালিশ কার্যক্রমের বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (ডিইএমও)-তেও সালিশ কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে বিএমইটি। কোভিড অভিঘাতে ফেরত আসা অভিজ্ঞ কর্মীগণকে বিএমইটি বিভিন্ন ট্রেডে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে '*রিকগনিশন অব প্রিওর লার্নিং*' (আরপিএল) সনদ প্রদান করছে।

২০২১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন সংশোধনের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করে। পার্লামেন্টারি ককাস, রামরু, বমসা, বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস্ (বিসিএসএম) এবং প্রকাশ সম্মিলিত উদ্যোগে উক্ত আইনের খসড়ার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি সভায় পেশ করে। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৪১(৪) উপধারার অধীনে সালিশ পরিচালনায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রামরু বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে আপোষ-মিমাংসা (এডিআর) বিষয়ক একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পেশ করে এবং বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। রামরু সাব-এজেন্টদের নিবন্ধনের জন্য তিনটি সম্ভাব্য মডেল প্রস্তাব করে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮-এর ১৯ ধারার অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এছাড়াও বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯-এর কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধন ও সংযোজন করে নতুন করে নীতিমালা ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বিদেশগামী নারী কর্মীদের জন্য 'নারী অভিবাসন ঋণ', বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের জন্য 'নারী পুনর্বাসন ঋণ' এবং কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের জন্য 'আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ' কর্মসূচী চালু করে।

পার্লামেন্টারি ককাস, রামরু, বমসা, বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস্ (বিসিএসএম) এবং প্রকাশ সম্মিলিত উদ্যোগে অভিবাসন আইন সংশোধনের জন্য সরকার প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি সভায় পেশ করে। রামরু সাব-এজেন্টদের নিবন্ধনের জন্য তিনটি সম্ভাব্য মডেল প্রস্তাব করে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮-এর ১৯ ধারার অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯-এর কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধন ও সংযোজন করে নতুন করে নীতিমালা ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বিদেশগামী নারী কর্মীদের জন্য 'নারী অভিবাসন ঋণ', বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের জন্য 'নারী পুনর্বাসন ঋণ' এবং কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের জন্য 'আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ' কর্মসূচী চালু করে।